জাতীয় শোক দিবস রচনা **pdf**

১৫ আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস

প্রস্তাবনা
বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৫ আগস্ট একটি শোকাবহ দিন। এই দিনটি বাঙালি জাতির জন্য গভীর বেদনা ও কষ্টের দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এই দিনটি বাংলাদেশে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

১৫ আগস্টের পটভূমি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তবে স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা অফিসার তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তিন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল, ও শেখ রাসেল এবং আরো অনেক নিকট আত্মীয়ও প্রাণ হারান।

শোক দিবসের তাৎপর্য
১৫ আগস্টের জাতীয় শোক দিবস বাংলাদেশের মানুষের জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও বেদনার দিন। এই দিনটি প্রতি বছর স্মরণ করানো হয়, যাতে আমরা বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদানকে সম্মান জানাতে পারি। এই দিবসটি আমাদেরকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করে।
শোক দিবসের পালন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সারা দেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়, মসজিদ-মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়, এবং বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক দিবস পালন করা হয়।

উপসংহার১৫ আগস্ট আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অন্ধকারময় অধ্যায়। তবে এই দিনটি আমাদের জন্য শিক্ষা ও অনুপ্রেরণারও একটি দিন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে আমরা তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারি। জাতীয় শোক দিবস আমাদেরকে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর অবদানকে সম্মানিত করতে উদ্বুদ্ধ করে।